ধৈর্যধারণ

নবীগণের সুন্নাত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরুদ শরীফের ফযিলত..... 5
বয়ান শোনার নিয়ত 5
"মেয়ে আমার...!! ভয় পেয়ো না...!!" 5
আল্লাহ পাকের রাস্তায় কষ্ট সহ্য করা সুন্নাত 7
মাহবুবে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশান্তি 7
সান্ত্বনা দানকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 8
স্বস্তির প্রতীক্ষা করাও একটি ইবাদত 9
মুমিনের অবস্থা অদ্ভুত...!!..... 12
দৃষ্টি আল্লাহর প্রতি রাখুন...!!..... 12
যন্ত্রণার অনুভূতি না হওয়া..... 13
আল্লাহ যা চেয়েছেন, সেটাই হয়েছে...!!..... 14
সহনশীলতার অনন্য এক উদাহরণ 16
'হিলম'এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা 19
সহনশীলতা হলো আল্লাহ পাকের একটি সুন্নাত 19
'হিলম' হলো নবীগণের সুন্নাত..... 20
আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সহনশীলতার উদাহরণ..... 21
হিলম হলো সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 23
উট বিক্রেতার সাথে সহনশীলতা..... 23
যাও! তোমরা সবাই মুক্ত ও স্বাধীন...!!..... 24
আর কতকাল সহ্য করতে থাকব...? 25
নেক আমল নম্বর ৫৪..... 27
হাত মেলানোর সুন্নাত ও আদব 28
ঘোষণা 29
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 30
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 30
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:..... 30
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:..... 31

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 31
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:..... 31
(৬) দরূদে শাফায়াত: 32
(১) এক হাজার দিনের নেকী 32
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 32
সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৬ নভেম্বর ২০২৬ইং 33
হাত মেলানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব..... 33
মুনাফিক থেকে বাঁচার দোয়া..... 34
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... 35
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 36
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 38
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল..... 38
মাসিক ৪টি নেক আমল 39
বার্ষিক ৩টি নেক আমল..... 39
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 39

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়তও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদ পাঠ করো কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। **(মু'জামু কবীর, ৩/৮২, হাদিস নং: ২৭২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"মেয়ে আমার...!! ভয় পেয়ো না...!!"

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবী হযরত মুনীব আযদী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছি। তাঁর চারপাশে মানুষ জড়ো হয়েছিল এবং

তিনি বলছিলেন: 'হে মানবজাতি! তোমরা لَا اِلٰهَ اِلَّا الله বলো, সাফল্য লাভ করবে...!! কিন্তু মানুষ (তাঁর সরল ও সত্য কথা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে ইসলাম গ্রহণ পূর্বক জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার বদলে উল্টো) তাঁর উপর অত্যাচার চালাচ্ছিল। مَعَاذَالله কেউ তাঁর দিকে মাটি ছুঁড়ে মারছিল, তো কেউ গালিগালাজ করছিল। দুপুর পর্যন্ত এই অবস্থাই চলছিল। তারপর যখন সব লোক এদিক ওদিক চলে গেল, তখন এক মহিলা একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখমণ্ডল ধুইয়ে দিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত লোকদের কাছে ওই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন: 'ইনি তাঁর (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর) কন্যা যয়নব (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا)।

(মু'জামুল কবীর, খণ্ড: ৯, পৃ: ৭০, হাদিস: ১৭১৯৩)

অনুরূপভাবে একটি ঘটনা হযরত হারিস বিন হারিস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকেও বর্ণিত আছে। তাতে আরও উল্লেখ রয়েছে, "যখন সবাই এদিক ওদিক চলে গেল, তখন হযরত যয়নব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে পানির একটি পেয়ালা এবং রুমাল ছিল। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পেয়ালাটি হাতে নিয়ে পানি পান করলেন এবং অযু করলেন। এরপর পবিত্র মাথা মুবারক উঠিয়ে হযরত যয়নব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর দিকে তাকিয়ে বললেন: 'মেয়ে আমার! কখনোই এই ভয় করো না যে, এই লোকেরা তোমার বাবার ওপর জয়ী হয়ে যাবে। **(মু'জামুল কবীর, খণ্ড: ৯, পৃ: ৩৮২, হাদিস: ১৮৪৮৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের রাস্তায় কষ্ট সহ্য করা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামের খাতিরে কেমন কেমন কষ্ট সহ্য করেছেন! এ সবকিছুই প্রকাশ্যে "নেকীর দাওয়াত" প্রচার শুরু করার পর ঘটেছিল। অতএব, যখনই কাউকে নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে কিংবা এর কারণে কোনো কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়, তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইসলাম প্রচারের পথে আসা কষ্টগুলোর কথা স্মরণ করে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। কারণ তিনি আপনাকে দ্বীনের খাতিরে কঠোরতা সহ্য করার সুন্নাত পালনের সৌভাগ্য দান করেছেন। এভাবে اِنْ شَآءَاللهُ الْكَرِيْم শয়তান ব্যর্থ ও নিরাশ হবে এবং ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যাবে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের রাস্তায় কষ্ট সহ্য করাও সুন্নাত, সেগুলোর ওপর ধৈর্যধারণ করাও সুন্নাত এবং তীব্রতম প্রতিকূলতার মাঝেও নেকীর দাওয়াতের ধারা অব্যাহত রাখাটাও সুন্নাত।" **(ভায়ানক উট, পৃ:৬)**

মাহবুবে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশান্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সীরাতের যে ঘটনাটি আমরা শুনলাম, জানেন এই ঘটনায় শেখার মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি কী? তা হলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশান্তি, নেক আশা এবং এই সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাস যে, এমন একটি দিন আসবে যখন ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে। কতই না চমৎকার বিষয়...!! ✸ মানুষ তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে আছে ✸ তিনি নেকীর দাওয়াত দিচ্ছেন ✸ মানুষকে বোঝাচ্ছেন ✸ জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন ✸ আর সামনে থেকে মানুষ مَعَاذَالله ✸ বেয়াদবি করছে ✸ কেউ গালিগালাজ করছে

✸ কেউ মাটি তুলে পবিত্র শরীরে ফেলছে। এত কিছুর পরেও যখন শাহজাদী সাহেবা হযরত যয়নব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হন, তখন রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কতটুকু দৃঢ়তা ও প্রশান্তির সাথে বলেন: 'মেয়ে আমার! কখনোই এই ভয় করো না যে, এই লোকেরা তোমার বাবার ওপর জয়ী হতে পারবে।' যেন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই সফরের পরিণাম ও ফলাফল দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি জানতেন যে, ✸ এটি তো কেবল পথের সূচনা ✸ পরিশেষে এই সমস্ত সমস্যার অবসান ঘটবে ✸ কষ্টের এই দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে ✸ অতঃপর এমন একটি সময়ও আসবে, যখন প্রতিটি মুখ থেকে لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ এর ধ্বনি উচ্চারিত হবে এবং মানুষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি নিজেদের জান কুরবান করতে প্রস্তুত থাকবে।"

সান্ত্বনা দানকারী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে শেখার মতো আরও একটি বিষয় আরয করছি। সাধারণত যখন কোনো মানুষ কষ্টে থাকে...!! যেমন; ✸ ব্যবসার ক্ষতি হয়ে গেল ✸ চুরি হয়ে গেল ✸ কোনো কাজে ব্যর্থতা এল ✸ পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেল ✸ কোনো বিষয়ে জটিলতা তৈরি হলো। আমাদের এখানে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আশিকে রাসূলগণ নেকীর দাওয়াত দেন, কাফেলায় সফর করেন। কখনো কখনো এই পথেও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়; ✸ মানুষের কটূক্তি শুনতে হয়। এখন এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী হয়? লোকেরা তখন আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকে, যেমন; ✸ দেখ ভাই! কষ্ট তো জীবনেরই অংশ ✸ ঘাবড়িও না, কষ্টের সাথেই স্বস্তি আসে ✸ মনে আঘাত নিও না! আল্লাহ পাক ভালো করবেন।

কিন্তু এখানে ঘটনাটি লক্ষ্য করুন! কষ্ট পেয়েছেন আমাদের প্রিয় মাহবুবে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, লোকেরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে চান যে, লোকেরা কালেমা পাঠ করুক এবং জান্নাতের অধিকারী হোক; অথচ মানুষ উল্টো বেয়াদবি করছে। আমাদের প্রচলিত নিয়ম ও প্রথা অনুযায়ী তো এমন হওয়ার কথা ছিল যে, কেউ এসে তাঁকে সান্ত্বনা দেবে! কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! ইনি তো নিজে কষ্ট পেয়েও সবাইকে সান্ত্বনা দানকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ইনি মানুষের ভাঙা মন জোড়া লাগিয়ে সাহস জোগাতেন। তাঁর হৃদয় এতখানি প্রশান্ত ছিল যে, শাহজাদী সাহেবা হযরত যয়নব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন: মেয়ে আমার! ভয় পেয়ো না! আমার অন্তরও প্রশান্ত আছে, তুমিও নিশ্চিন্ত থাকো! এটি একটি কঠিন সময়, কেটে যাবে। অতঃপর اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাক ইসলামকে বিজয় ও উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

স্বস্তির প্রতীক্ষা করাও একটি ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরের এই যে প্রশান্তি ও দৃঢ়তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এটি আমাদের সমাজ থেকে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা খুব দ্রুত অধৈর্য ও ক্লান্তি বোধ করে ফেলি। এটি খুবই সূক্ষ্ম এবং গভীরভাবে অনুধাবন করার মতো একটি বিষয়। এই পৃথিবীতে যেকোনো কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বা কাল নির্ধারিত রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿۳۸﴾

(পারা: ১৩, সূরা রাদ, আয়াত: ৩৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: প্রত্যেক প্রতিশ্রুতির একটা নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ রয়েছে।

অর্থাৎ এ বিষয়টি আল্লাহ পাকের দরবারে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত যে, কোন কাজটি কীভাবে এবং কখন সম্পন্ন হবে।

(তাফসীর নাযমুদ দুরার, পারা: ১৩, সূরা: আর রাদ, আয়াত: ৩৮ এর পাদটীকা, খণ্ড: ৪, পৃ: ১৬০)

আমাদের সমাজে কিছু কাজের সময় তো নির্দিষ্ট থাকেই, এর পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট সময় সেটিও, যা আল্লাহ পাকের নিকট নির্ধারিত। কিন্তু আমরা সেই সময়টি পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করি না, তার আগেই অস্থির ও ক্লান্তিবোধ করে ফেলি। ✸ আমরা ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা জানি বরং সিগন্যালের সাথে টাইমারও লাগানো আছে, সেকেন্ডগুলো চলছে, আমরা তা দেখছিও কিন্তু তবুও আমরা অধৈর্য হয়ে পড়ি, এক আধ মিনিটও অপেক্ষা করতে পারি না। ✸ কোথাও ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেল, আমরা জানি যে, ট্রাফিক তার নির্দিষ্ট সময়েই খুলবে, কিন্তু আমরা অপেক্ষা করতে পারি না; একের পর এক হর্ন বাজাতে থাকি, রাগে লাল নীল হয়ে যাই। এমনকি কেউ কেউ তো ভেতরে ভেতরে পুড়তে থাকে, মানুষকে মন্দ বলতে থাকে এবং কিছু অজ্ঞ মানুষ গালিগালাজও শুরু করে দেয়। ✸ একইভাবে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়লাম, এই রোগ থেকে কোন এক সময় নিরাময় মিলবে, তা আল্লাহ পাকের নিকট নির্ধারিত। আমরা অভিযোগ করি বা ধৈর্য ধরি, আরোগ্য ওই নির্দিষ্ট সময়েই মিলবে। ✸ ব্যবসা শুরু করলাম, তাতে কখন উন্নতি আসবে তার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট সময় নির্ধারিত আছে; কিন্তু আমাদের মানসিকতা এমন থাকে যে, আজ দোকান সাজালাম, ব্যবসা শুরু করলাম আর কাল থেকেই যেন লাখ লাখ টাকা আয় শুরু হয়ে যায়!

এভাবে আরও চিন্তা করতে থাকুন! সামনে অনেক উদাহরণ চলে আসবে। বলার উদ্দেশ্য হলো যে, এই যে অস্থিরতার মানসিকতা কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য, কোনো সফরে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য, কিংবা যেকোনো বিষয়ে সাফল্যের সিঁড়িতে ওঠার জন্য যে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে আমরা সেই সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার আগেই ক্লান্তি ও অধৈর্যের শিকার হয়ে পড়ি। এরপর এই ক্লান্তিই চরম অধৈর্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আর এই অধৈর্যই আমাদের ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। তাই আমাদের উচিত আমাদের ভেতর থেকে এই ক্লান্তি বা অধৈর্যকে দূর করে দেয়া। যখন এই বিরক্তি বা ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে, তখন মনের মধ্যে ধৈর্যও চলে আসবে, সহ্যশক্তিও তৈরি হবে এবং এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله সাফল্যও নসীব হবে।

অত্যন্ত সুন্দর একটি হাদিসে পাক! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ অর্থাৎ স্বস্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য আসার প্রতীক্ষা করা হলো সর্বোত্তম ইবাদত। **(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, পৃ: ৮১৭, হাদিস: ৩৫৭১)**

سُبْحَانَ الله! ✸ সিগন্যাল বন্ধ আছে, আমার তাড়া আছে ধৈর্যধারণ করুন! সাওয়াব মিলবে। ✸ দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতা চলে এসেছে ধৈর্যের সাথে স্বস্তি আসার অপেক্ষা করুন! সাওয়াব মিলবে। ✸ অসুস্থ হয়ে গেছেন ধৈর্যের সাথে আরোগ্যের অপেক্ষা করুন! সাওয়াব মিলবে। ✸ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন পরের বার ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিন এবং ধৈর্যের সাথে সাফল্যের অপেক্ষা করুন! সাওয়াব মিলবে। ✸ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করুন! সাওয়াব মিলবে। মোটকথা যেকোনো কষ্ট, পেরেশানী কিংবা ব্যর্থতার মুখামুখি হতে হোক না কেন, ধৈর্যধারণ করুন! ধৈর্যের সাথে স্বস্তি ও সুদিনের অপেক্ষা করুন! اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব নসীব হবে।

মুমিনের অবস্থা অদ্ভুত...!!

হাদিসে পাকে রয়েছে; প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুমিনের অবস্থা বড়ই অদ্ভুত! তার প্রতিটি ব্যাপারই কল্যাণকর। যখন সে আনন্দ ও সুখ লাভ করে, তখন কৃতজ্ঞতা আদায় করে সাওয়াব অর্জন করে; আর যখন তার উপর কোনো কষ্ট, পেরেশানী ও মুসিবত আসে, তখন সে ধৈর্যধারণ করে সাওয়াব অর্জন করে।

(মুসলিম, কিতাবুজ জুহুদ ওয়ার রারক্বাইক, ১১৪৪ পৃ:, হাদিস: ২৯৯৯)

দৃষ্টি আল্লাহর প্রতি রাখুন...!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হাদিসে পাক শুনেছি اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ অর্থাৎ স্বস্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য আসার প্রতীক্ষা করা হলো সর্বোত্তম ইবাদত।

একটি আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই অপেক্ষাকে কেন 'সর্বোত্তম ইবাদত' বলা হয়েছে? ইমাম তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অত্যন্ত ঈমান সতেজকারী একটি রহস্য লিখেছেন। তিনি বলেন: 'যে বান্দা ধৈর্য ও অন্তরের প্রশান্তির সাথে সুদিন ও স্বস্তি ফিরে আসার অপেক্ষা করতে থাকে, মূলত তার নজর বাহ্যিক কোনো উপকরণের উপর থাকে না; বরং তার দৃষ্টি থাকে مُسَبِّبُ الْاَسْبَاب (অর্থাৎ উপকরণের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক পরম করুণাময় প্রতিপালক)এর প্রতি। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি (অর্থাৎ পার্থিব উপকরণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সরাসরি مُسَبِّبُ الْاَسْبَاب বা আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ করা) হলো পূর্ণাঙ্গ ঈমানের আলামত।' এ কারণেই বলা হয়েছে যে, ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে স্বস্তি আসার প্রতীক্ষা করা হলো সর্বোত্তম ইবাদত।"

(নাওয়াদিরুল উসূল, আল আসলুস আস সাদিস ওয়াল খামসুনা ওয়াল মিয়াহ... খণ্ড: ১, পৃ: ৪২৩)

যন্ত্রণার অনুভূতি না হওয়া

হযরত রাবেয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর কথা তো আপনারা জানেনই, যিনি তাঁর যুগের অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার একজন আল্লাহর নেক বান্দী ছিলেন। একবার হঠাৎ কোথাও থেকে একটি ইট এসে তাঁর মাথায় পড়ল, মাথা ফেটে গেল এবং রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করল।

এখন আমাদের সমাজে যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে, তবে মানুষ উহ্ আহ্ তো করেই, মুখ থেকে যন্ত্রণাকাতর আওয়াজও বের হয়। কিন্তু এই মহান আল্লাহর ওলীদের দিকে তাকান! আল্লাহ পাকের সাথে তাঁদের সম্পর্ক কতটা সুদৃঢ় ছিল, তা একবার দেখুন! হযরত রাবেয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর মাথায় ইট লাগল, মাথা ফেটে গেল, রক্তও বইতে শুরু করল কিন্তু তিনি এর বিপরীতে কোনো ধরনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া (Reaction) দেখালেন না। কেউ একজন বিস্ময় হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: আপনার কি কোনো কষ্ট বা ব্যথা হয়নি? তিনি উত্তর দিলেন: ইটটি পড়েছেও আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়, আর তা আমার মাথায় এসে লেগেছে সেটাও আল্লাহ পাকেরই ইচ্ছায়! অর্থাৎ এই ইটের পতন এটাই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ পাকের কোনো বিশেষ ইচ্ছা আমার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এই চিন্তায় আমার এত বেশি আনন্দ হয়েছে যে, ব্যথার দিকে আমার খেয়ালই যায়নি।

(আল কাওয়াকিবুদ দুরিয়্যাহ, আত তাবকাতুস সানিয়াহ, হারফুল রা, খণ্ড: ১, পৃ: ২৭০)

বাহ! আল্লাহর ওলীদের শান কতই না চমৎকার...!! এ থেকেই জানা গেল যে, ✸ মুসিবত আসুক ✸ পেরেশানী আসুক ✸ কষ্ট আসুক ✸ দরিদ্রতা আসুক ✸ অসুস্থতা আসুক ✸ কিংবা অন্য যেকোনো পরিস্থিতিই তৈরি হোক, আপনার দৃষ্টি কেবল আল্লাহ পাকের দিকে রাখুন!

তখন আর কষ্ট সহ্য করার জন্য আলাদাভাবে জোর করতে হবে না; বরং কষ্টের মধ্যেও এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভূত হতে শুরু করবে।

আল্লাহ যা চেয়েছেন, সেটাই হয়েছে...!!

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হলেন একজন সাহাবিয়ে রাসূল এবং প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশেষ খাদেম। তিনি বলেন: আমি প্রিয় মাহবুবে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে দশটি বছর অতিবাহিত করেছি। এই দীর্ঘ বছরগুলোতে একটি বারের জন্যও তিনি আমাকে বলেননি যে, হে আনাস! এই কাজটি কেন করলে? আর এ কথাও বলেননি যে, এই কাজটি কেন করোনি? **(বুখারী, কিতাবুল আদব, বাব হুসনিল খুলুক ওয়াস সাখা..., পৃ: ১৫০৪, হাদিস: ৬০৩৮)** তিনি আরও বলেন: যদি কখনো আমার দ্বারা কোনো ক্ষতি হয়ে যেত, কোনো পাত্র বা বাসন ইত্যাদি হাত থেকে পড়ে ভেঙে যেত এবং এটা নিয়ে ঘরের কেউ আমাকে বকাবকি করতে শুরু করত, তখন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলতেন: তাকে ছেড়ে দাও! فَاِنَّہٗ لَوۡ قُضِیَ شَیۡءٌ যদি অন্য কিছু ক্বুদরত বা তাকদিরে নির্ধারিত থাকত, তবে সেটাই হতো।

(মাকারিমুল আখলাক লিল খারায়েত্বী, খণ্ড: ১, পৃ: ২০৩, হাদিস: ৭১)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! এটি কতই না চমৎকার একটি শিক্ষা! আমাদের সমাজে তো এসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঘরে ঘরে বেশ ভালো রকম ঝগড়া বিবাদ বেধে যায় ✸ সন্তানের হাত থেকে বাসনপত্র পড়ে ভেঙে গেল, আর তাতেই মায়েদের মনে প্রচণ্ড রাগ চেপে বসল, পিতামাতাও বকাবকি শুরু করে দিলেন। ✸ স্ত্রীর দ্বারা কোনো ভুল হয়ে গেল; যেমন কাপড় ইস্ত্রি করার সময় তা পুড়ে গেল। ✸ কিংবা কাপড় ধোয়ার মধ্যে কোনো ত্রুটি থেকে গেল, সামান্য একটু দাগ রয়ে গেল। আমাদের সমাজে এ ধরনের ছোটখাটো বিষয়

নিয়ে পরিবারে অশান্তি ও ঝগড়াবিবাদের সৃষ্টি হয়। ✸ ছোট ভাইয়ের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে গেল। ✸ ছোটখাটো কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়ে গেল। ✸ কিংবা দোকানে কোনো ক্ষতি হয়ে গেল, ফ্যান পুড়ে গেল, লাইট নষ্ট হয়ে গেল...!! মোটকথা যেকোনো ধরনের সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হলেই আমরা তা আর সহ্য করতে পারি না...!!

স্বাভাবিক জীবনে আমাদের চারপাশে এ রকম অসংখ্য ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের দৃষ্টি তাকদির (তথা ভাগ্যের) উপর রাখা উচিত। ✸ যখন আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না, তবে চা আমাদের কাপড়ে কীভাবে পড়তে পারে? ✸ কাপড় কীভাবে পুড়ে যেতে পারে? ✸ কিংবা গাড়ির লাইট কীভাবে ভেঙে যেতে পারে? মূলত এখানে তাকদিরের ফয়সালা প্রভাব বিস্তার করে এবং এর মাধ্যমেই আমাদের পরীক্ষা নেওয়া হয় যে, আমরা এগুলোর উপর ধৈর্য ও সহ্যশক্তি প্রদর্শন করে হুসনে আখলাক (উত্তম চরিত্র) এর পরিচয় দিয়ে সাওয়াব অর্জন করছি, নাকি বদমেজাজি বা খারাপ আচরণ করে নিজেদের অসচ্চরিত্রতার প্রমাণ দিচ্ছি। তাই এ ধরনের ছোটখাটো বিষয়েও আমাদের ধৈর্যধারণ করা উচিত। যদি আমরা আমাদের দৃষ্টি তাকদিরের উপর নিবদ্ধ রাখি এবং এই মানসিকতা তৈরি করি যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হয়েছিল বলেই এই কষ্ট বা ক্ষতি হয়েছে, যদি আল্লাহ পাক না চাইতেন, তবে কিছুতেই আমাকে এই কষ্ট স্পর্শ করতে পারত না তবে اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে সহ্য করাও সহজ হয়ে যাবে এবং আমরা সাওয়াবের অধিকারীও হতে পারব।

সহনশীলতার অনন্য এক উদাহরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমি যে উদাহরণগুলো উপস্থাপন করলাম এবং আমাদের সমাজে সাধারণত যে বিষয়গুলো নিয়ে বড় বড় ঝগড়া বিবাদ বেধে যায়, এগুলো তো খুবই সাধারণ ও নগণ্য ব্যাপার। মূলত সহনশীলতা কাকে বলে? প্রকৃত সহ্যশক্তি বলতে কী বোঝায়? চলুন! আমি আপনাদেরকে একটি চমৎকার ঘটনা শোনাই। হযরত আহনাফ বিন কায়েস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হলেন একজন তাবেয়ী বুযুর্গ; অর্থাৎ তিনি সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যারা সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি সহনশীলতার জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে অসম্ভব সহনশীলতা ও ধৈর্য ছিল। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি তাঁকে গালি দিল।

এখন আমাদের সমাজে তো একটা গালির জবাবে দশটা গালি না দেওয়া পর্যন্ত মানুষের মনে শান্তি আসে না! কিন্তু তিনি তো ছিলেন একজন তাবেয়ী ও নেককার বান্দা; কেউ তাঁকে গালি দিল, আর তিনি সেদিকে পাত্তাই দিলেন না, নিজের মতো করে শান্তভাবে হেঁটে চলতে লাগলেন। গালিদাতা সেই ব্যক্তিও তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করল আর তিনি সামনে সামনে হেঁটে যাচ্ছেন, আর সেই পিছন থেকে অনবরত গালি দিয়ে যাচ্ছে। তিনি তার গালি শুনতে শুনতে এবং সম্পূর্ণ নীরবতা বজায় রেখে হেঁটে চললেন। পরিশেষে যখন নিজের গোত্রের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি থামলেন। তিনি সেই ব্যক্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: তোমার মনে যদি আর কিছু বাকি থাকে, তবে এখনই বলে নাও। কারণ আমার গোত্রের লোকজন যদি তোমার এই কথাগুলো শোনে, তবে আশঙ্কা আছে যে, তারা হয়তো তোমাকে কোনো কষ্ট দিতে পারে (তাই যত গালি দিতে

চাও, এখানেই দাঁড়িয়ে দিয়ে নাও, আমি শুনছি!)। তাঁর এই কথাটি শুনে সেই ব্যক্তি লজ্জায় পরে গেল এবং সেখান থেকে চলে গেল।

(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবু রিয়াজাতিন নাফস, বায়ানি আলামাতি হুসনিল খুলুক, খণ্ড: ৩, পৃ: ৯১)

আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিবেশের সাথে তুলনা করে যদি দেখা যায়, তবে এটিও অত্যন্ত উচ্চমানের সহনশীলতা। হযরত আহনাফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যে পরিমাণ ধৈর্য ও সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার মাত্র ১০ শতাংশও যদি আমাদের নসীব হতো, তবে আমাদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতো, পরিবারের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ হতো এবং মানুষের অন্তরে পারস্পরিক ভালোবাসা বহুগুণ বৃদ্ধি পেত! তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপারটি হলো এর পরের ঘটনাটি। শুনুন! এই যে হযরত আহনাফ বিন কায়েস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যাঁর নিজস্ব সহনশীলতার মান ছিল এত উচ্চ, তাঁকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিল: আপনি এই সহনশীলতা কোথা থেকে শিখেছেন? আপনার মধ্যে এত সহ্যশক্তি কীভাবে এল? তিনি উত্তর দিলেন: এটি সাহাবিয়ে রাসূল হযরত কায়েস বিন আসেম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সান্নিধ্যের ফয়েয ও বরকত। তিনি ছিলেন চরম মাত্রার সহনশীলতার অধিকারী। তিনি বলেন: একদা আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি নিজের ঘরের বাইরে উপবিষ্ট ছিলেন এবং লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু লোক তাঁর দরবারে উপস্থিত হলো। তাদের কাছে একটি যুবকের লাশ ছিল (অর্থাৎ তারা কাঁধে করে একটি জানাযা বহন করে এনেছিল)। তাদের সাথে আরও একজন তরুণ ছিল, যার হাত দুটো বাঁধা ছিল। এখন সহনশীলতার আসল রূপটি দেখুন! হযরত কায়েস বিন আসেম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যিনি কি না রাসূলের একজন সাহাবি, লোকেরা এসে আবেদন করল: হুযুর! আমাদের কাছে এই যে লাশটি রয়েছে, এটি অন্য কারও নয়, বরং আপনার নিজেরই সন্তান! আর এই যে ব্যক্তি যার

হাত বাঁধা রয়েছে এ হলো আপনারই ভাতিজা। আপনার এই ভাতিজাই আপনার তরুণ ছেলেকে হত্যা করেছে।

হযরত আহনাফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: হযরত কায়েস বিন আসেম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন এই মর্মান্তিক সংবাদটি শুনলেন, তখন কী যে এক অতুলনীয় সহনশীলতা ও কল্পনাতীত ধৈর্যশক্তির পরিচয় দিলেন! তিনি নিজের জায়গা থেকে উঠে দাঁড়ালেন না। সাধারণ মানুষের সাথে তিনি যে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন (সাধারণত তিনি তো সাহাবিয়ে রাসূল, হয়তো কোনো হাদিসে পাক শোনাচ্ছিলেন কিংবা কোনো দ্বীনি মাসআলা বুঝাচ্ছিলেন) সেই কথাও তিনি মাঝপথে থামিয়ে দিলেন না; বরং তা পরিপূর্ণ করলেন। এরপর তিনি তাঁর অন্য ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: তোমাদের ভাইয়ের কাফন দাফন ও কবরস্থ করার প্রস্তুতি নাও! এরপর তিনি তাঁর ভাতিজার দিকে তাকিয়ে (যিনি তাঁর ছেলেকে হত্যা করেছিলেন) বললেন: হে ভাতিজা! তোমার দ্বারা একটি মারাত্মক অপরাধ হয়ে গেছে (এটা থেকে তাওবা করো!) এবং (আমি তো তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, তবে) নিহতের মাকে রক্তপণ প্রদান করে সন্তুষ্ট করে নাও...!! হযরত আহনাফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এই একটি মাত্র ঘটনাই আমাকে সহনশীলতা শিক্ষা দিয়েছে।

(আল ইসতিআব, খণ্ড: ৩, পৃ: ৩৫৪, নম্বর: ২১৬৪)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! একেই বলে প্রকৃত সহনশীলতা...!! একেই বলা হয় ধৈর্য। আল্লাহ করুক, আমাদেরও যেন সত্যিকার অর্থে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক নসীব হয়! اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

'হিলম'এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

'হিলম' শব্দের অর্থ হলো: সহনশীলতা ও কোমলতা। ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষের মনে যখন রাগ বা ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং সে নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা করে, কষ্ট স্বীকার করে ও নিজের প্রবৃত্তি বা নফসকে বাধ্য করে সেই রাগকে দমন করে ফেলে, তখন এই কাজকে كَظْمُ الْغَيْظ বলা হয় অর্থাৎ রাগ সংবরণ করা। যদি বারবার এভাবেই রাগ সংবরণ করার অভ্যাস করা হয়, এমনকি এমন অবস্থা তৈরি হয় যে, আর রাগেই আসে না; আর যদি কদাচিৎ রাগ আসেও, তবে তা দমন করার জন্য কোনো কষ্ট বা কৃত্রিমতার প্রয়োজন হয় না, বরং অতি সহজেই তা প্রশমিত হয়ে যায় তবে এই অবস্থাকে 'হিলম' বলা হয়। ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: রাগ সংবরণ করর তুলনার 'হিলম' আরও বেশি মর্যাদাপূর্ণ। হিলম হলো মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পূর্ণতার প্রমাণ।

(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবু যামিল গাদব..., বায়ানি ফাজিলতিল হিলম, খণ্ড: ৩, পৃ: ২১৮)

সহনশীলতা হলো আল্লাহ পাকের একটি সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সহনশীলতা আল্লাহ পাকেরও একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ পাকের সুন্দর সুন্দর নামগুলোর মধ্যে একটি নাম হলো: حَلِيْم (পরম সহনশীল)। আল্লাহ পাকের শানে এই নামের অর্থ হলো: গুনাহগারকে অবকাশ বা সুযোগ দেওয়া, কোনো অপরাধ দেখামাত্রই তার উপর অবিলম্বে পাকড়াও না করা। মানুষ কত না গুনাহ করে থাকে, আল্লাহ পাকের কেমন কেমন নাফরমানি অব্যাহত রয়েছে! আল্লাহ পাক যদি চান, তবে এখনই ভূমিধ্বস হতে পারে, এই অবাধ্য লোকেরা জমিনের নিচে ধসে যেতে পারে। আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হতে পারে, বজ্রপাত হতে পারে, অবাধ্যের

চেহারা বিকৃত হয়ে যেতে পারে, হাতপা ভেঙে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ পাক পরম حَلِیْم (সহনশীল), তাই তিনি (সংশোধনের জন্য) অবকাশ দান করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ؕ

(পারা; ১৫, সূরা: কাহাফ, আয়াত: ৫৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু। যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের উপর পাকড়াও করতেন, তাহলে শীঘ্রই তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতেন।

তাফসীরে 'সিরাতুল জিনান' এ রয়েছে: এই আয়াতে আল্লাহ পাকের অসীম রহমত এবং অবকাশ দানের বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। কোটি কোটি বার গুনাহ করার পরও যদি কেউ ক্ষমার দরজায় করাঘাত করে, তবে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। এমনকি সারাজীবন গুনাহের মধ্যে কাটানোর পরেও যদি কেউ জীবনের শেষ মুহূর্তে তাওবা করে নেয়, তবে আল্লাহ পাক তাকেও ক্ষমা করে দেন। এটি যেমন তাঁর ক্ষমার শান, তেমনি তাঁর রহমতেরও শান। আর রহমতের শানের মধ্যে এ কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, তিনি (সংশোধনের জন্য) অবকাশ দিয়ে থাকেন এবং আযাব দিতে তড়িৎ করেন না; বরং কুফরি ও গুনাহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে দুনিয়ার রিযিক দান করে যেতে থাকেন।

(সিরাতুল জিনান, পারা: ১৫, সূরা: কাহাফ, আয়াত: ৫৮ এর পাদটীকা, খণ্ড: ৫, পৃ: ৫৮৭)

'হিলম' হলো নবীগণের সুন্নাত

অনুরূপভাবে 'হিলম' বা সহনশীলতা হলো আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এরও সুন্নাত। পৃথিবীতে যত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তাশরিফ

এনেছেন, তাঁরা সকলেই চরম সহনশীল ও ধৈর্যশীল ছিলেন ✸ লোকেরা গালি দিত, আর আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তা সহ্য করতেন ✸ লোকেরা কষ্ট দিত, আর আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তা সহ্য করতেন ✸ লোকেরা মন্দ বলত, আর আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তা নীরবে মেনে নিতেন। বুখারী শরীফের হাদিসে পাক রয়েছে; আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন: (তিনি যখন নিজের জাতিকে নেকী ও হেদায়েতের দাওয়াত দিলেন, তখন) গোত্রের লোকেরা তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিল, এমনকি তাঁর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তখন তিনি নিজের পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন: হে আল্লাহ পাক! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না। **(বুখারী, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া, বাব হাদিসিল গার, পৃ: ৮৯৩, হাদিস: ৩৪৭৭)**

اَللّٰهُ اَكْبَر আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام যে দোয়াই করেন, আল্লাহ পাক তা তৎক্ষণাৎ কবুল করে নেন। যাঁদের দোয়ার বরকতে মুহূর্তেই আযাব নেমে আসতে পারত, অমুসলিমরা জমিনের নিচে ধসে যেতে পারত, এই নির্যাতনকারী ও কষ্টদানকারীরা এক মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেতে পারত কিন্তু এটি ছিল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর অনুপম হিলম ও সহনশীলতা যে, এত কষ্ট সহ্য করার পরেও তাঁরা বলতেন: হে আল্লাহ পাক! আমাদের কওমকে ক্ষমা করে দিন, তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না।

আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সহনশীলতার উদাহরণ

হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام যিনি সাড়ে নয়শত বছর ধরে দ্বীনের প্রচার করেছেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, লোকেরা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিত, শারীরিক নির্যাতন চালাত এমনকি তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়তেন! কিন্তু

হুঁশ ফেরার পর তিনি বলতেন: হে আল্লাহ পাক! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না। **(ফাতহুল বারী, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া, বাব হাদিসিল গার, খণ্ড: ৬, পৃ: ৬৩৭, হাদিস: ৩৪৪৭ এর পাদটীকা)** ✸ অনুরূপভাবে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام নমরুদ তাঁকে কম কষ্ট দেয়নি! مَعَاذَ الله তাঁকে জ্বলন্ত আগুনে পর্যন্ত নিক্ষেপ করা হয়েছিল কিন্তু তাঁর 'হিলম' ও ধৈর্য...!! !سُبْحَانَ الله এত কঠিন কষ্টের পরেও তাঁর মুখ থেকে না কোনো অভিযোগের বাক্য বের হয়েছে, আর না নিজের সম্প্রদায়কে ধ্বংস বা আযাবের জন্য কোনো বদদোয়া বেরিয়েছে। ✸ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام যাঁকে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা সহ্য করেছেন এবং সহনশীলতার পথ অবলম্বন করেছেন। ✸ হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام যাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল ✸ হযরত শুয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام যাঁকেও বিভিন্ন কষ্ট দেওয়া হয়েছিল ✸ হযরত লুত عَلَيْهِ السَّلَام যাঁকে বিভিন্ন ধরনের পেরেশানির মুখোমুখি করা হয়েছিল ✸ হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام যাঁকে তো শেষ পর্যন্ত শহীদই করে দেওয়া হয়েছিল! ✸ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام যাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! এটিই হলো আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পবিত্র ও মহান আদর্শ। তাঁদেরকে যত কষ্টই দেওয়া হোক না কেন, তাঁরা কেবল 'হিলম', 'হিলম' আর 'হিলম' এরই অনন্য নিদর্শন প্রদর্শন করে গেছেন। কোনো নবী عَلَيْهِ السَّلَام বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়ো করেননি এবং নিজ সত্তার জন্য কখনো রাগান্বিত হননি; বরং চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সমস্ত নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করে গেছেন।

হিলম হলো সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সহনশীলতার কথা যদি বলা হয়...! আহ! সেখানে তো শানই সম্পূর্ণ আলাদা ও অনন্য।

রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রতিটি শানই সবচেয়ে উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে দান করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿۴﴾

(পারা: ২৯, সূরা: কলম, আয়াত: ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা মর্যাদারই।

যত ভালো চরিত্র এবং যত চমৎকার গুণাবলি রয়েছে, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে যতটুকু দান করা হয়েছিল, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে। সহনশীলতাও তাঁকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দান করা হয়েছে। চলুন! হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিলমের দুটি চমৎকার ঘটনা শুনি:

উট বিক্রেতার সাথে সহনশীলতা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক গ্রাম্য ব্যক্তির কাছ থেকে খেজুরের বিনিময়ে একটি উট ক্রয় করেছিলেন; কিন্তু যখন মূল্য পরিশোধের জন্য ঘরে উপস্থিত হলেন, তখন ঘরে কোনো খেজুর উপস্থিত ছিল না। তিনি সেই গ্রাম্য ব্যক্তিকে ডেকে বললেন: হে আব্দুল্লাহ! আমরা খেজুরের বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে উট কিনেছিলাম, কিন্তু মূল্য পরিশোধের জন্য এখন ঘরে খেজুর নেই।

এ কথা শোনার সাথে সাথেই সেই গ্রাম্য ব্যক্তি উচ্চস্বরে চেঁচাতে শুরু করল: হায় প্রতারণা! হায় প্রতারণা! সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ যখন এই দৃশ্য দেখলেন, তখন তারা সেই গ্রাম্য লোকটিকে প্রহার করার জন্য ছুটে গেলেন আর বললেন: তুমি আল্লাহর রাসূলের সাথে কেমন ভাষায় কথা বলছ? তখন রহীম ও করীম নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাকে ছেড়ে দাও! তার কথা বলার অধিকার রয়েছে। নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই কথাটি দুইতিন বার ইরশাদ করলেন। এরপর তিনি খেজুরের ব্যবস্থা করলেন এবং তা সেই গ্রাম্য ব্যক্তিকে প্রদান করলেন। তখন বলল: جَزَاكَ اللّٰهُ خَيۡرًا অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক! আপনি অত্যন্ত চমৎকার ও সুন্দরভাবে পূর্ণ হক আদায় করে দিয়েছেন। তখন রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: মানুষের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা সুন্দরভাবে পাওনা পরিশোধ করে। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, খণ্ড: ৭, পৃ: ২০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো হুযুরে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কতটা ক্ষমাশীল, উদার এবং অত্যন্ত দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন! সবার সামনে জনসমক্ষে লেনদেনে অস্বীকৃতি জানানোর মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে প্রতিশোধ নেওয়ার পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিয়ে তিনি হুসনে আখলাক (উত্তম চরিত্র) এর এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

যাও! তোমরা সবাই মুক্ত ও স্বাধীন...!!

বর্ণিত আছে যে, যেদিন মক্কা বিজিত হয়েছিল, সেদিন রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেছিলেন: হে কুরাইশরা! তোমাদের কী ধারণা, আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করতে যাচ্ছি?

তারা বলেছিল: نَظُنُّ خَيْرًا অর্থাৎ আমরা আপনার কাছ থেকে কল্যাণেরই প্রত্যাশা রাখি। কারণ, نَبِيٌّ كَرِيْمٌ وَاَخٌ كَرِيْمٌ وَابْنُ اَخٍ كَرِيْمٍ وَقَدْ قُدِرْتَ আপনি একজন সম্মানিত নবী, মহানুভব ভাই এবং আমাদের পরম সম্মানিত ও দয়ালু ভাইয়ের সন্তান। আর আল্লাহ পাক আজ আপনাকে আমাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আজ আমি তোমাদের সেই কথাটিই বলছি, যা আমার ভাই ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। এরপর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۹۲﴾

(পারা: ১৩, সূরা: ইউসুফ, আয়াত: ৯২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: বলল 'আজ তোমাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা হবে না। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুক এবং তিনি সমস্ত দয়ালুদের চেয়ে অধিক দয়ালু।

আর বললেন: যাও তোমরা সবাই মুক্ত।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, খন্ড: ৫, পৃ: ২৪২)

আর কতকাল সহ্য করতে থাকব...?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কী অনন্য ও চমৎকার এক সহনশীলতা...!! লোকেরা কষ্ট দেয়, আর মাহবুবে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তখনো সহনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আজকাল আমাদের সমাজে যখন সহনশীলতা বা ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলা হয়, তখন মানুষ বলে ওঠে: সবাই কেবল আমাকেই ধৈর্যের পরামর্শ দেয়! আমাকেই ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলে! একবার ওই সামনের মানুষটার দিকেও তো তাকিয়ে দেখত...!!

সে আমার সাথে কী না করেছে, এটা করেছে, ওটা করেছে, আমাকে এত এত কষ্ট দিয়েছে...!! শেষ পর্যন্ত মানুষ আর কতকাল ধৈর্য ধরবে, কোথায় গিয়ে থামবে? মানুষ আর কতটুকুই বা বরদাস্ত করবে?

যারা এ ধরনের কথা বলে, তাদের কাছে আমার কয়েকটি প্রশ্ন: ✸ আপনাদের কি কেউ কূপে নিক্ষেপ করেছে? ✸ আপনাদের কি গোলাম বানিয়ে বাজারে বিক্রি করা হয়েছে? ✸ কারও কারণে আপনাদের কি বছরের পর বছর সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়ে কারাগারে কাটাতে হয়েছে? ✸ কারও কারণে আপনাদের কি পিতামাতার কাছ থেকে দীর্ঘ ৩০ বছর বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে? আল্লাহ পাকের নবী হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে তো এই সবকিছুই ঘটেছিল! ✸ তাঁকে কূপে ফেলা হয়েছিল ✸ তিনি স্বাধীন সত্তার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে গোলাম হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল ✸ সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে জেলে কাটাতে হয়েছিল ✸ সম্মানিত পিতার সাথে গভীর ভালোবাসার পরেও তাঁর থেকে ৩০ বছর দূরে থাকতে হয়েছিল। এত কিছুর পরেও শেষ পর্যন্ত তাঁর পবিত্র জবান থেকে কী শব্দ বেরিয়েছিল, জানেন কি? তাঁর ভাইয়েরা যখন চরম লজ্জাবোধ করতে করতে তাঁর সামনে হাজির হলো এবং তারা ভয় পাচ্ছিল যে, না জানি আজ আমাদের সাথে কী ধরনের আচরণ করা হবে তখন হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام অত্যন্ত শান্ত ও প্রশান্ত চিত্তে বলেছিলেন:

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ

(পারা: ১৩, সূরা: ইউসুফ, আয়াত: ৯২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: বলল 'আজ তোমাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা হবে না।

سُبْحَانَ اللّٰه! একেই বলে সহনশীলতা...!! একেই বলে প্রকৃত ধৈর্য। আমাদের উচিত আমরাও যেন সহনশীলতা অর্জন করি, নিজেদের মধ্যে সহ্যশক্তি গড়ে তুলি এবং রাগের চোটে দিশেহারা না হয়ে ক্ষমা করে দিয়ে সাওয়াব অর্জন করতে শিখি।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সহনশীলতার সাথে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৫৪

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, জ্ঞান ও ধৈর্যের ফযিলত কত বেশি এবং এটি আম্বিয়ায়ে কেরামের অন্যতম একটি সুন্নাত। আমাদের উচিত, নিজেদের মধ্যে সহনশীলতা ও সহ্যশক্তি সৃষ্টি করা এবং বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন 'দাওয়াতে ইসলামী' এর দ্বীনি পরিবেশে এ ধরনের অসংখ্য নেক আমল করার চমৎকার মানসিকতা তৈরি করে দেওয়া হয়। তাই আপনারাও এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২টি দ্বীনি কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহণ করুন। মনে রাখবেন! যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে প্রতিদিনের একটি অন্যতম দ্বীনি কাজ হলো 'নেক আমল' এর পুস্তিকা পূরণ করা। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত '৭২টি নেক আমল' হলো নেককার হওয়ার এমন এক দুর্দান্ত প্রেসক্রিপশন যে, এগুলোর উপর নিয়মিত আমলকারী ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ নেককার বান্দায় পরিণত হয়ে যায়। এই '৭২টি নেক আমল' এর মধ্যে একটি নেক আমল অর্থাৎ নম্বর ৫৪ তা হলো: আজ কি আপনি (ঘরে এবং বাইরে) ঠাট্টাবিদ্রূপ,

কটূক্তি, কাউকে কষ্ট দেওয়া এবং উচ্চস্বরে অট্টহাসি হাসা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছেন? (মনে রাখবেন! কোনো মুসলমানের মনে (শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া) আঘাত দেওয়া হলো কবীরা গুনাহ।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাত মেলানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা '১০১ মাদানী ফুল' থেকে হাত মেলানোর কিছু সুন্নাত ও আদব শুনি: প্রথমে দুটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: ✸ যখন দুজন মুসলমান সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের খোঁজখবর নেয়, তখন আল্লাহ পাক তাদের মাঝে একশ (১০০) রহমত অবতীর্ণ করেন, যার মধ্যে নিরানব্বইটি (৯৯) রহমত অধিক আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাৎকারী এবং সুন্দরভাবে নিজের ভাইয়ের খোঁজখবর গ্রহণকারীর জন্য হয়ে থাকে। **(মু'জামু আওসাত, ৫/৩৮০, নম্বর: ৭৬৭২)** ✸ যখন দুজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং মুসাফাহা করে এবং নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদে পাক পড়ে, তখন তাদের উভয়ের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৭১, হাদিস: ৮৯৪৪)** ✸ সাক্ষাতের সময় দুইজন মুসলমান একে অপরকে সালাম দিয়ে উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ হাত মেলানো সুন্নাত। ✸ বিদায় নেওয়ার সময় সালাম দিন এবং হাতও মেলাতে পারেন। ✸ হাত মেলানোর সময় দরুদ শরীফ পড়ে সম্ভব হলে এই দোয়াটি পড়ে নিন: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُم (অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন।)

✸ দুজন মুসলমান হাত মেলানোর সময় যে দোয়া চাইবে, اِنْ شَآءَ الله কবুল হবে, হাত আলাদা হওয়ার আগেই উভয়ের মাগফিরাত হয়ে যাবে।

(মুসনাদে আহমাদ, ৪/২৮৬, হাদিস: ১২৪৫৪) اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم

ঘোষণা

হাত মেলানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে। সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৬ নভেম্বর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

হাত মেলানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

✸ পরস্পরে হাত মেলানোর দ্বারা শত্রুতা দূর হয়। ✸ যতবার সাক্ষাৎ হয়, প্রতিবার হাত মেলানো যায়। ✸ উভয় দিক থেকে একটি করে হাত মেলানো সুন্নাত নয়, মুসাফাহা দুই হাত দিয়েই করা সুন্নাত। ✸ কিছু লোক কেবল আঙুলই পরস্পরের সাথে ঠেকিয়ে দেয়, এটিও সুন্নাত নয়। ✸ হাত মেলানোর পর নিজের হাত নিজেই চুমু খাওয়া মাকরুহ। **(বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১৬, ৩/৪৭২)** ✸ হাত মেলানোর পর নিজ হাতের তালু চুম্বনকারী ইসলামী ভাইয়েরা যেন নিজেদের এ অভ্যাস ত্যাগ করেন। ✸ যদি কোনো আমরদ (অর্থাৎ সুদর্শন বালক) এর সাথে হাত মেলাতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে হাত মেলানো জায়িয নয়; বরং যদি কেবল দেখার কারণেই কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে এখন তাকানোও গুনাহ। **(দুররে মুখতার, ২/৯৮)** ✸ মুসাফাহা করার (অর্থাৎ হাত মেলানোর) সময় সুন্নাত হলো হাতে রুমাল ইত্যাদি অন্তরাল না থাকা, উভয় তালু খালি থাকা এবং তালুর সাথে তালু মিলিত হওয়া।

(বাহারে শরীয়ত, অংশ: ১৬, ৩/৪৭১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুনাফিক থেকে বাঁচার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমার হালকায় এইবার শিডিউল মোতাবেক "মুনাফিক থেকে বাঁচার দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُ بِکَ مِنَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ سُوۡءِ الۡاَخۡلَاقِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি বিরোধিতা, মুনাফেকী এবং মন্দ চরিত্র থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। **(ফয়যানে দোয়া, পৃ: ২৮৮)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং- ৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (আল্লাহ না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে

নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের

পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد